শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনী

অজয় রায় ঃ সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভারতবর্ষের প্রোথিতযশা ফটোআর্টিস্ট শ্রদ্ধেয় বেণু সেন প্রতিষ্ঠিত 'ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব দমদম'-এর ৬৫তম আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনী। উদ্বোধনী

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক গঙ্গোত্রী চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর পাসাং দোরজি বল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংস্থা ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব দমদমের সভাপতি ড. অভয়নাথ গাঙ্গুলি ও সম্পাদক অধ্যাপক বিশ্বতোষ সেনগুপ্ত সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

অধ্যাপক গঙ্গোত্রী চক্রবর্তীর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিনের আলোচনায় বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে একজন ফটোগ্রাফারের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এবং মননের সঙ্গে প্রযুক্তির মেলবন্ধনের কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক, ক্রোয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চেক রিপাবলিক, আজারবাইজান, ইতালি প্রভৃতি ২৮টি দেশের পাশাপাশি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ফটোগ্রাফারের ৮২০টি ছবির মধ্যে থেকে বাছাই করা ৯৮টি ছবি এই প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

আয়োজক সংস্থার সম্পাদক অধ্যাপক বিশ্বতোষ সেনগুপ্ত জানান, তাঁদের সংস্থায় ফটোগ্রাফির সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা এবং পোস্ট ডিপ্লোমা এই তিনটি কোর্স শেখানোর ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ চালু আছে এবং এর জন্য কোন কোর্স-ফি নেওয়া হয় না। প্রদর্শনীটি উপস্থিত দর্শকদের দ্বারা উচ্চ-প্রশংসিত হয়।

দেশজ জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে আলোনা সভা

শুচিতা গুপ্ত ঃ সম্প্রতি রাজারহাটের জে এন মণ্ডল স্কুলে 'রাজারহাট সমাজ ও শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'র উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক আলোচনা সভা। বিষয় ঃ 'দেশজ

জ্ঞানভাণ্ডার, সংঘ পরিবার ও আমরা'। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত। এই আলোচনা সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক বিমান সমাদ্দার। বিস্তীর্ণ রাজারহাটের জনপ্রিয় সংগঠন রাজারহাট সমাজ ও শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক ঝুলন দাশগুপ্ত ও কার্যকরি সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এরা যত বেশি পড়ে তত বেশি জানে তত কম মানে

☛ *প্রথম পাতার পর*

আজকাল নন ম্যাট্রিক লোকেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের রীতিমত ধমকাচ্ছে। ছাত্র নেতাদের দাদাগিরি কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বেড়েই চলেছে। তাদের ঔদ্ধত্য সীমাহীন।

বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর সময় শিক্ষাক্ষেত্রে চরম ক্ষতি হয়েছে। প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতিই ছাত্রছাত্রীরা ভুলে গেছে। বিশেষ করে অনলাইন পড়াশোনার কারণে মোবাইল ব্যবহার এখনকার প্রাথমিক বিভাগের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশেষ প্রবণতা দেখা দিচ্ছে।

রাজ্যে একাধিক স্কুলে শিক্ষক সংকট রয়েছে। গত সাত আট বছর পি এস সি বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ।

কাজেই শুধুমাত্র 'প্রকল্প' দিয়েই রাজ্যের স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। আর ইদানিং রাজ্যের স্কুলগুলিতে কারণে অকারণে ছুটি ঘোষণা এক ব্যধির আকার ধারণ করেছে। একেই ছোট ছেলেমেয়েরা যারা পড়াশোনায় খুব একটা মন দিতে চায় না অথবা যাদের বাবা মা নিজেদের জীবিকার প্রয়োজনে ছেলেমেয়েদের দিকে সঠিকভাবে লক্ষ্য রাখতে পারেন না সেইসব ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রশ্নের চিহ্ন থেকেই যায়।

সুতরাং বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করা খুব জরুরী। সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। শাসক দলের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলির ওপর বিশেষ নজর দেওয়া। গুপী-বাঘা এবং উদয়ন পণ্ডিত তো বর্তমান সমাজে নেই। কাজেই নিজের সন্তানের শিক্ষার ওপর তাদের অভিভাবকদের বিশেষ করে নজর দেওয়া জরুরী। সামাজিক শিক্ষার প্রসার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের শাসকদল আশা করি এই বিষয়ে নজর দেবে।

বিদ্রোহী রণক্লান্ত যৌবনের আহ্বান

অপ্রকাশ গুপ্ত ঃ ৭ জানুয়ারি রাজ্যের মানুষ দেখলেন ভরা ব্রিগেডের দখল নিয়েছে যৌবন। উচ্ছসিত যুব নেতৃত্ব জানান দিলেন এবার রাজ্য রাজনীতির দখলও নেবেন বামপন্থীরা। মঞ্চের সামনে পেছনে এমনকি রাস্তারও দখল চলে গিয়েছিল যুবদের হাতে। যৌবনের ডাকে জনতার ব্রিগেডে খুব কম হলেও পঞ্চান্ন শতাংশ ছিল কালো চুলের ভিড়।

ব্রিগেডের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মীনাক্ষী মুখার্জী।

মহম্মদ সেলিম বলেন, সেনাবাহিনীর বাধা, পুলিশ প্রশাসনের বাধা উপেক্ষা করে পঞ্চাশ দিন পথ হাঁটা যুবদের যারা রসদ জুগিয়েছিলেন, তাদের সেলাম। আপনারা ভয় পাননি। ভয়কে জয় করেই এসেছেন।

মীনাক্ষী মুখার্জী বলেন, চোখের সামনে মইদুলকে দেখতে পাই। সুদীপ্তকে পুলিশ কীভাবে পিটিয়ে মেরেছিল ভেসে ওঠে সে দৃশ্যও। সইফুদ্দিনের লাশ আমরা কাঁধে নিয়ে এসেছি। যারা ওদের মেরেছে তাদের কি আমরা ছেড়ে দেব।

যুবদের ডাকা এই সমাবেশে বিভিন্ন সংগঠনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ইনসাফের দাবীতে ব্রিগেডে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন যুব নেতৃত্ব। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন যুবনেতা ধ্রুবজ্যোতি সাহা।

ভারতবর্ষ এবং মালদ্বীপের সম্পর্কে ক্রমশ ভাঁটা

সমগ্র বিশ্বজুড়ে আলোচনার অন্যতম বিষয় এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের সঙ্গে মালদ্বীপের সম্পর্ক। দীর্ঘদিনের সু-সম্পর্ক ছিল ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের। ১৯৮৮ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী মালদ্বীপের সরকার বিরোধী অভ্যুত্থান দমন করেছিল। আমাদের সকলের জানা 'অপারেশন ক্যাকটাস'। এছাড়াও নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় ভারতীয় সেনারা স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়ে উদ্ধারকাজ চালিয়েছে নানা সময়ে।

ভারতবর্ষ মালদ্বীপের সঙ্গে থাকার মূল কারণ ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে ৩০০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে মালদ্বীপ। কৌশল হিসাবেই ভারতের জন্য মালদ্বীপ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলটি ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। মালদ্বীপকে বিভিন্ন দিক থেকে বিনিয়োগ করেছে ভারত। সময়ে-অসময়ে ভারত পাছে থেকেছে এই দ্বীপটির। একইভাবে মালদ্বীপও ভারতবর্ষকে চিরকাল অভিভাবক রূপে দেখেছে।

কিন্তু গত বছরের শেষের দিক মালদ্বীপের সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজু কোথাও যেন এই সম্পর্কের ভিতকে একটু হলেও নাড়িয়ে দিয়েছেন। তার কারণ নতুন এই প্রেসিডেন্ট বিশ্লেষকদের মত অনুযায়ী চীনপন্থী। শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করে ফেরার পরই ভারতীয় সেনাবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। চলতি বছরের মার্চের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন তিনি। অন্যদিকে চীনের সঙ্গে বেশ কয়েকটি নতুন চুক্তি সেরে ফেলেছেন মুইজু।

ঠিক সেখানেই ভারতের সঙ্গে মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। প্রতিবেশী প্রথমত পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম দেশ মালদ্বীপ। ভারত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা ভূরাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে মালদ্বীপ। ভারত চেষ্টা করছে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সুরাহা করার।

মালদ্বীপ থেকে ভারতের সেনা প্রত্যাহার ভারতবর্ষের জন্য বেশ বড় ক্ষতি বলে মনে করছেন অনেকে। চীন দেশের সঙ্গে সখ্যতা বাড়ানো এবং চীন থেকে বিপুল পরিমান ঋণ নিয়েছে মালদ্বীপ। এ তথ্য গণমাধ্যম থেকে জানা গেছে।

নানান চাপানউতোরের মধ্যে ভারত ও মালদ্বীপের সমীকরণ কোথায় গিয়ে থামে সেটাই দেখার। তবে ভারতবর্ষের কাছে শুধু মালদ্বীপ নয় অনেক দেশ নানাভাবে সুরক্ষিত থাকে সেকথা বলাই বাহুল্য।

M. G. ELECTRONICS
BAGUIATI BAZAR, KOLKATA-700 059 TEL : 033 2576 6021

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor : Haimanti Roy Thakur,** Phone : 9836765148, 9830495701& Email : haaimaanti@gmail.com **Sub-Editor : Ajoy Roy**

IMPRESSION
For Printing Solution with Full Satisfaction
Mob : 8240097022

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম সন্দেশ

Monthly Newspaper : Vol-1। Issue-2। February 1-29, 2024। Tittle code : WBBEN16094। Declaration No. : 10/SDO-BKP/ 2023 Dt. 24.11.2023। Price : 5/-

MONALI SHOE MART
Wholesale & Retailer
Shoes & Chappals
Karimpur
Nadia

প্রায় ন'লক্ষ টাকা খোয়ালেন গায়ক

তিল তিল করে পঁচিশ বছরের জমানো টাকা এক ধাক্কায় অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হল। বজবজ নোদাখালি থানা এলাকার দু'নম্বর ব্লকের রায়পরের বাসিন্দা কল্যান দাস তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অস্থায়ী গায়ক। আট লক্ষ বাহান্ন হাজার টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে হারালেন বিদ্যুতের বিল না মেটানোর জন্য একটি ফোন পাওয়ার পর। ফোনটি যেদিন আসে সেদিন রিসিভ করতে পারেননি। ঠিক দু'দিন পর মিস্ড কল নাম্বারে রিং ব্যাক করলে তিনি জানতে পারেন তার ইলেকট্রিক বিল পেমেন্ট করা হয়নি। আর কিছুক্ষণ কর তার বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে এবং তারা এও বলে বিল পেমেন্ট করতে হলে তাকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। এরপর তিনি তার সমস্ত ব্যাঙ্কের তথ্য দেওয়ার পর একটি ওটিপি শেয়ার করেন। ব্যাস। তারপর প্রথমে চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার এবং পরবর্তীতে আরও দুটি ফিক্সড ডিপোজিট থেকে দেড় লক্ষ এবং দু'লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা চলে যায়। মোট আট লক্ষ বাহান্ন হাজার টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা হারাবার মেসেজে যখন জানতে পারেন সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। নোদাখালির থানায় গেলে তাকে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করার কথা বলা হয় এবং তিনি সেটা করেন।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে ফোন করেন কিন্তু তার কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পাননি। দীর্ঘ পঁচিশ দিন অতিবাহিত, আজও তার কোন সুরাহা হয়নি। জীবনের শেষ সঞ্চয় হারিয়ে দিশেহারা গায়ক এবং তার পরিবার।

রাম রাখি না শ্যাম রাখি বিধান দেবে আসন্ন লোকসভা

পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত একটি স্লোগান—''ধর্ম যার যার উৎসব সবার'' একথা আমরা সবাই জানি। নানান ধরনের উৎসবের সময় ব্যবহৃত হয় এই বাক্য। কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গে যারা বসবাস করি তারা দেখেছি বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বাক্যটি বেশি রকম ব্যবহার করেন।

মনে পড়ছে কয়েকদিন আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর-১ নম্বর ব্লকের বহড়ু উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে সরকারি প্রকল্প উদ্বোধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখার সময় ধর্ম এবং উৎসব সম্পর্কে তিনি এই কথা বলেছিলেন। মূলত ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধন প্রসঙ্গ টেনেই বলা। তাঁর মতে লোকসভা ভোটের বেশ আগে থেকেই বিজেপি হিন্দুত্বের ভোটব্যাঙ্কে শান দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। কিন্তু রামমন্দির উদ্বোধনের দিন কোলকাতায় এই সম্প্রীতি পদযাত্রার কারণ জানতে চাইলে কী উত্তর আসবে জানা নেই। পদযাত্রা শেষে পার্ক সার্কাসের মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'ধর্ম তোমার, ধর্ম আমার, উৎসব সবার'। সেদিন তিনি আরও বলেন, 'লড়াই শুরু হয়েছে। এই লড়াই চলবে। আমরা লড়ব। আমরা ভয় পাই না। যারা কাপুরুষ তারাই ভয় পায়।' জানুয়ারির ২২ এর হাড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করেই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো পার্ক সার্কাস মঞ্চে ধর্মগুরুদের নিয়ে সভা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন—'খাবার পয়সা দেয় না, রাস্তায় পয়সা দেয় না, জি এস টি-র নামে আমাদের টাকা নিয়ে যায়। তার ভাগ দেয় না।' এই বিষয়ে বিষেদ্গার করেন তিনি।

মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের উক্তির মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রামলালায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর অযোধ্যার মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্যে বলেন—''শ্রীরামচন্দ্র চোদ্দ বছর নিজের রাজ্য থেকে দূরে ছিলেন। কিন্তু বর্তমান ভারতে শ্রীরামের সঙ্গে অযোধ্যা ও দেশবাসীর মধ্যে কয়েকশো বছরের দূরত্ব ছিল। ২২ জানুয়ারি ২০২৪ সেই দূরত্ব দূর হল।'' এদিন প্রধানমন্ত্রী দেশের যুবশক্তিকে ভারত নির্মাণের কাজে এগিয়ে আসার বার্তা দেন। আজকের ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বে নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছে একথা মনে করিয়ে দেন। বক্তব্যের মধ্যে ছিল দৃঢ়তা এবং ভাষার পরিশিলিত রূপ। রামমন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল শান্তিপূর্ণ এবং মার্জিত। সেই নিয়েও বিরোধীদের কটাক্ষের বুলি ফোটাতে দেরি করেননি।

রামলালার মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠান টেলিভিশনে সম্প্রচার দেখার সময় একটা বিষয় ভীষণভাবে মাথার মধ্যে ঘুর ঘুর করছিল। কয়েকদিন আগে দু'দিনের ছুটি কাটাতে দীঘা

☛ *এরপর তিনের পাতায়*

শীতকালে ভাইরাল ফিভার ও তার ঘরোয়া প্রতিকার

বাংলায় শীত মানে উৎসবের মাস। গ্রাম বাংলায় নবান্ন উৎসব ছাড়াও নানা ধরনের সরকারি-বেসরকারি মেলা চলতেই থাকে সমগ্র শীতকাল জুড়ে।

কিন্তু জানেন কী? শীতকালে সাধারণত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব হয়। ফলে অনেকেই সর্দি-জ্বরে ভুগতে থাকেন। ঘরোয়া উপায়ে প্রতিকার কীভাবে পাবেন জেনে নিন। তবে বাড়াবাড়ি হলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ আবশ্যক।

ভাইরাল জ্বর এমনই যা প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু উভয়কেই আক্রান্ত করে। সংক্রমিত

ব্যধির থেকে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ভাইরাল জ্বরের অন্যতম কারণ। প্রাকৃতিক নিরাময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপায় হলঃ—

মধু ও আদা ঃ আদাতে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যানালজেনিক গুণ রয়েছে। মধুতে শক্তিশালী অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণাবলী-কাশী নিরাময় এবং সংক্রমণের তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে। গরম জলে থেঁতো করা আদার সঙ্গে সামান্য চা-পাতা ফুটিয়ে এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে গরম গরম পান করুন। উপকার পাবেন।

গোলমরিচ ঃ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে গোলমরিচের ব্যবহার যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এটি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিবায়োটিক বৈশিষ্ট্য ভরপুর। গোলমরিচ একটি শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেমের বিকাশ এবং অসুস্থতা প্রতিরোধে সহায়তা করে। এতে ভিটামিন-সি বেশি থাকে। ভেজিটেবল

☛ *এরপর তিনের পাতায়*

এরা যত বেশি পড়ে তত বেশি জানে তত কম মানে

হীরক রাজার দেশে চলচ্চিত্রটি বাঙালি সিনেমাপ্রেমী দেখেননি মনে হয় নেই। বাংলার মানুষ আজও মুগ্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে উপভোগ করেন। ১৯৮০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই চলচ্চিত্র বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেমানান তো নয়ই, বরং অনেক বেশি জীবন্ত। এই ছায়াছবিতে রাজার নির্দেশে উদয়ন পণ্ডিতের পাঠশালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাজার আশঙ্কা ছিল—''এরা যত বেশি পড়ে তত বেশি জানে তত কম মানে।'' রাজার পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় ''লেখাপড়া করে যেই, অনাহারে মরে সেই।''

লিও টলস্টয়ের সাদৃশ্য সত্যজিৎ রায়-এর এই চলচ্চিত্রটি অনেকের মধ্যে বিদ্যমান। মানুষের অজ্ঞানতার মধ্যেই সরকারের শক্তি নিহিত রয়েছে। সরকার সেটা জানে এবং সেজন্য সরকার সত্যিকারের জ্ঞানচর্চার

গুপী-বাঘা এবং উদয়ন পণ্ডিত তো বর্তমান সমাজে নেই। কাজেই নিজের সন্তানের শিক্ষার ওপর তাদের অভিভাবকদের বিশেষ করে নজর দেওয়া জরুরী।

বিরোধিতা করে।''

প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত। ২০২০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন কেন্দ্রের মোদী সরকার। ''জাতীয় শিক্ষানীতি'' প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্ণ বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। বেসরকারি সংস্থার হাতে পড়ে শিক্ষা পণ্য হিসেবে যত বেশি মহার্ঘ হবে মেহনতি মানুষের ক্রয়ের ক্ষমতা তত কমবে এবং শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। পরিকল্পিতভাবে অনলাইন শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে প্রথাগত শিক্ষানীতিকে বাতিল-এর পর্যায়ে আনার চেষ্টা চলছে। শিক্ষার সিলেবাসের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে এগোচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্র বর্তমানে অচল অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তুলে দিয়ে দলতন্ত্র কায়েম করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনের ওপর সরকারি হস্তক্ষেপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপালের পরিবর্তে প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে চলেছে। আবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটর হবে না রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। এর ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি বাড়বে এবং 'কাটমানি কালচার' কায়েম হবে।

☛ *এরপর চারের পাতায়*

সম্পাদকীয়

২০২৪ এর 'কোলকাতা পুস্তক মেলা' সদ্য উদ্‌যাপিত হল। কোলকাতা শহরে এই ধরনের মেলা নতুন প্রজন্মকে উদ্দীপিত করবে এমন মনে করা খুব অন্যায় হবে না। 'বুক সেলার এন্ড গিল্ড'-এর উদ্যোগে যে যে কর্মসূচী এবছর নতুন সংযোজন তা চোখে পড়ার মত। শুধু কেনাবেচা বাদ দিলে বইমেলা বাঙালির কাছে এবং বলা ভালো তিলোত্তমা কোলকাতার মানুষের কাছে এ এক একরাশ আবেগ। সেভাবেই দেখিনা আমরা, তাই না?

বইমেলা ছাড়াও নানা ধরনের মেলা কোলকাতায় এবং বিভিন্ন জেলায় হয়। এছাড়াও নতুন বছরের মাসের শেষ দুটি সপ্তাহ ভারতবাসীর কাছে একটু অন্যরকম ছিল। উত্তরাখণ্ডের অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন ঐতিহাসিক ঘটনা। সাক্ষী থাকলো ভারতের কোটি কোটি মানুষ। নিষ্ঠা সংগঠিতভাবে চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি দিনটি ইতিহাসের পাতায় যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। একই দিনে পশ্চিমবাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রীতি পদযাত্রা করেছিলেন। রাজনৈতিক পতাকা সামনে না থাকলেও আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই দলীয় কর্মকাণ্ড পালিত হল।

সব মিলিয়ে রাজ্য-রাজনীতির ময়দানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুরু হতে চলেছে একথা বালাই বাহুল্য। রাজ্যের মানুষের কতটা ভালো বা মন্দ সেই দিকে না যাওয়াই ভালো। কারণ দেশের মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার গুচ্ছ গুচ্ছ প্রকল্প চালু করলেও সাধারণ মানুষ খুব একটা উপকার পান বলে মনে হয় না। যে রাজ্যে শিল্প নেই, শিক্ষা ভগ্নদশাগ্রস্থ, স্বাস্থ্যও তথৈবচ সেখানে উন্নয়ন বলতে শুধু গ্রামের রাস্তা আর রেশনের ফ্রী চাল-গম আগামী ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কতটা উপকারী তা জনগণ বলবেন। ফ্রীতে খাদ্যসাথী না দিয়ে দিনের পর দিন যারা চাকরির জন্য এই শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করে রাস্তায় বসে আছেন তাদের কথা যদি ভেবে থাকেন তাহলে সরকার সেই বিষয়ে সুরাহার পদক্ষেপ নিন, আর কত দিন!

যাইহোক, পর্ষদ এবং অন্যান্য বোর্ডের অর্ন্তভুক্ত যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছো তাদের জন্য পত্রিকার সকলের তরফ থেকে আমাদের শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজ এই পর্যন্ত। আবার কথা হবে আগামী সংখ্যায়। ততক্ষণের জন্য বিদায়।

অমৃতকথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

কালীবাড়ি ও উদ্যান

[শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি মধ্যে—চাঁদনি ও দ্বাদশ শিবমন্দির---পাকা উঠান ও বিষ্ণুঘর---শ্রী শ্রীভবতারিণী মা-কালী—নাটমন্দির—ভাঁড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা ও বলিদানের স্থান—দপ্তরখানা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর—নহবত, বকুলতলা ও পঞ্চবটী—ঝাউতলা, বেলতলা ও কুঠি—বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা, সদর ফটক ও খিড়কি ফটক—হাঁসপকুর, আস্তাবল, গোশালা ও পুষ্পোদ্যান—শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বারান্দা—আনন্দনিকেতন।]

আজ রবিবার। ভক্তদের অবসর হইয়াছে, তাই তাঁহারা দলে দলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে আসিতেছেন। সকলেরই অবারিত দ্বার। যিনি আসিতেছেন, ঠাকুর তাঁহারই সহিত কথা কহিতেছেন। সাধ, পরমহংস, হিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী; শাক্ত, বৈষ্ণব; পুরুষ, স্ত্রীলোক—সকলেই আসিতেছেন। ধন্য রানী রাসমণি! তোমারই সুকৃতিবলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আবার এই সচল প্রতিমা—এই মহাপুরুষকে লোকে আসিয়া দর্শন ও পূজা করিতে পাইতেছে।

শতবর্ষে 'আবোল তাবোল'

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুকুমার রায় এঁর নাম জানে না এহেন বাঙালি প্রায় নেই বললেই চলে। একশো বছর পরেও তাঁর লেখা সাহিত্য আজও সমভাবে প্রাসঙ্গিক। সেই প্রাসঙ্গিকতাকে মনে রেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে হৈমন্তী রায় ঠাকুর।

সময়টা ২০০৩। বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর গণ্ডি পেরিয়ে কী করি কী করি চিন্তায় সবসময় মাথার মধ্যে পাক খেত। দৈনিক সংবাদপত্র দেখা এবং বাই-পোস্টে পায়োডাটা পাঠানো। এই ছিল মূল কাজ। তখন ইমেল-এর চল ছিল না। কাজেই ডাকে পাঠানো ছাড়া গতি নেই। 'ওয়াক ইন ইন্টারভিউ' লেখা একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল এবং ইন্টারভিউ দিতে পৌঁছে গেছিলাম ধর্মতলার লেনিন সরণীর কাছে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থার কপিরাইটার-এমর কাজ করতে। নামকরা বিজ্ঞাপন সংস্থা। ঝাঁ চকচকে অফিস। ফট ফট ইংরিজি। বস ছিলেন এক মহিলা। তিনি বাংলায় কথাই বলতেন না। প্রথম প্রথম ধাতস্থ হতে সময় লেগেছিল। কিন্তু অফিসের লাইব্রেরীতে পেয়ে গেলাম সুকুমার রায়ের বিখ্যাত কবিতার বইটি।

শিশুকাল থেকে এটা সেটা অনেক বই পড়েছি কিন্তু 'আবোল তাবোল'-এর মত নির্মল অনুভূতির বই আমার কাছে নেই। সবথেকে বড় কথা বইটি আজও সকলের কাছে ভীষণ রকম আগ্রহের এবং আজ থেকে একশো বছর আগের লেখা বই হওয়া সত্ত্বেও কত বেশি রকম প্রাসঙ্গিক তা বোধহয় সকল বাঙালি পাঠক এক কথায় মেনে নেবেন। কবি জীবনানন্দ দাশও 'আবোল তাবোল' নিয়ে মুগ্ধতার প্রকাশ করেছিলেন সিগনেট প্রকাশনার কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্তকে লেখা একটি চিঠিতে।

শতবর্ষ ছুঁয়ে যাওয়া বইটি পড়ার গাইড লাইন সুকুমার রায় নিজেই পাঠকের কাছে ভূমিকায় লিখে রেখে গেছেন। সুকুমার রায় লিখেছেন—''যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়ালরসের বই। সুতরাং সে রস যাহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।'' সুতরাং পাঠকের শ্রেণী নির্দিষ্ট করে গেছেন লেখক নিজেই। তাঁর উদ্ভট খেয়ালরসের উৎস সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে এডোয়ার্ড লিয়ার ও লুইস ক্যারলকে মনে করিয়ে দেয়। ভিক্টোরীয় যুগের পিউরিটান উপযোগীতাবাদের আমলে, মানুষের মন, সমাজ, সংস্কৃতির ওপরে নিয়মশৃঙ্খলা আর যান্ত্রিকতার যে দমবদ্ধ করা ফাঁস চেপে বসেছিল লিয়নের 'লিমেরিক' ও 'ননসেন্স' এর জগৎ ছিল তারই সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ''—একথা লিখেছেন এক বিশিষ্ট সাহিত্য বিশ্লেষক। তবে লিয়র বা ক্যারলের পটভূমির প্রেক্ষাপট আর 'আবোল তাবোলে'র পটভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে আলাদা।

'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলি আবোল তাবোল নাম দিয়ে সংকলন প্রকাশিত হয়। সুকুমার রায়ের মতো সমাজসচেতন লেখক বাংলা সাহিত্যে বিরল। তাঁর লেখা কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করলে দেখা যায়—

''আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত বাদল বাজিয়ে আয়।''

রবিঠাকুরের 'বলাকা' কাব্যের 'সবুজের অভিযান' কবিতার ভাব সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট।

পরাধীন ভারতবর্ষের আইনকানুন ও বিচারব্যবস্থার নামে যে প্রহসন হত সেদিকের প্রতি ব্যঙ্গ করার জন্য কবি লিখেছিলেন---'একুশে আইন কবিতা। কবিতাটি এরকম—

''শিবঠাকুরের আপন দেশে
আইন কানুন সর্বনেশে!
কেউ যদি যায় পিছলে পড়ে
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে
কাজির কাছে হয় বিচার
একুশ টাকা দণ্ড তার।''

কবির লেখা 'খুড়োর কল' কবিতায় সমকালিন জীবনের ভাঁওতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে—''রামগড়ুরের ছানার' লাইন। উদ্ভট, আজগুবি বিষয় বর্ণনার মধ্যে দিয়ে বিষয়বস্তু জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'ট্যাশ গরু' কবিতায়।

'আবোল তাবোল' বারবার পড়তে হয় এবং আগামী দিনেও পড়তে হবে। ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন সুকুমার রায়। তাঁর মৃত্যুর ন'দিন পর প্রথম প্রকাশিত হয় 'আবোল তাবোল'। অনবদ্য তাঁর এই সৃষ্টি মনখারাপের সঙ্গী। জীবনের নানা টানাপোড়েনের সময় একটু কর্মব্যস্ততার মাঝে ব্রেক পেলে যদি বইয়ের ব্যাগ থেকে 'আবোল তাবোল' টেন নেন কয়েক মিনিটে আপনার মস্তিষ্ক বেশ ফ্রেশ হবেই।

কবি জীবনানন্দ বলেছিলেন—

''সুকুমার রায়-এর পৃথিবী 'আবোল তাবোল'-এ যা সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে তা আমাদের চেনাজানা পৃথিবী বা তার প্রতিচ্ছবি না হয়েও পরিচিত ও সত্য।'' এখানেই কবির স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত শতবর্ষের আলোক উজ্জ্বল সৃষ্টিকর্ম।

বখাটের বাংলা দর্শন

উদিতা গুপ্ত ঃ কলকাতা বইমেলার ৩০৯ নম্বর স্টল। উদ্বোধন হল কলকাতার প্রথম সারির কার্টুনিস্ট দীপাঞ্জন (দীপন) বোসের কার্টুনের বই। অসাধারণ মুন্সিয়ানায় একের পর এক কার্টুন তৈরি করেছেন দীপন। শুধু কার্টুন নয়, সমান দক্ষতায় তিনি তৈরি করেন অয়েল পেন্টিং। ওয়াটার কালারেও সমান দক্ষ। অসম্ভব ভালো ইলাস্ট্রেশনের কাজ করেন। ১৯৯৪ সালে কলকাতার সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে ভারতীয় চিত্রকলায় স্নাতক হন দীপন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে ৭০টি কার্টুনের মধ্যে তুলে ধরেছেন দীপন। বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন দুই প্রতিষ্ঠিত শিল্পী নির্মলেন্দু মণ্ডল ও অনুপ রায়।

জ্যোতি বসু সমাজবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন

অপ্রকাশ গুপ্ত ঃ প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। এ লড়াই হয় ধর্মনিরপেক্ষতার পথে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার পথে হাটছে। গণতন্ত্র ধ্বংস করছে। তৃণমূলকে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ের শরিক মনে করে না সি পি আই (এম)। গত ১৭ জানুয়ারি জ্যোতি বসু নগরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা জানান সি পি আই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি।

এদিন জ্যোতি বসুর ১৫তম মৃত্যুদিবসে 'জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ' ভবনের শিলান্যাস করেন সীতারাম ইয়েচুরি। এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে 'দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রক্ষার চ্যালেঞ্জ' বিষয়ে এক আলোচনা সভায় অংশ নেন সীতারাম ইয়েচুরি এবং সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। ইয়েচুরি বলেন, বিজেপি দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানকে ধ্বংস করছে। ভারতকে বাঁচাতে হলে কেন্দ্রের সরকার থেকে বিজেপিকে সরাতে হবে। ভারত সব ধর্মের বিশ্বাসীদের দেশ। কিন্তু সরকারের কোনও ধর্ম হতে পারে না। সেই কারণেই রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছি।

মহম্মদ সেলিম বলেন, রামমন্দিরকে ঘিরে উন্মাদনা ছড়িয়ে রাজনীতির কেন্দ্রে ধর্মকে টেনে আনা হচ্ছে। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন বিমান বসু। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারত গঠনে জ্যোতি বসুর অবদান এবং তাঁর শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বারবার উঠে আসে বক্তাদের বক্তব্যে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বামফ্রন্টের শরিক দলের নেতারাও ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে। বহু মানুষের ভিড় হলেও শৃঙ্খলা ছিল চোখে পড়ার মতো। সভার শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা।

শীতকালে ভাইরাল ফিভার ও তার ঘরোয়া প্রতিকার

☛ *প্রথম পাতার পর*

অথবা চিকেন স্যুপ অথবা স্যুট-এর মধ্যে অল্প করে গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে গরম গরম খেয়ে ফেলুন; সুস্বাদু এবং উপকার পাবেন।

জোয়ান ঃ মুখশুদ্ধি হিসেবে বেশি প্রচলিত হলেও জোয়ানের গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্দি এবং অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি উপনাস করতে সহায়তা করে। উচ্চ পরিমাণে ফাইবার ভিটামিন এবং খনিজ সরবরাহ করে। কাজেই লাঞ্চ বা ডিনারের পর পরিষ্কার জোয়ান সামান্য মুখে দিয়ে র‍্যালিস করুন। শীতের ঝাল ঝাল আমেজ পাবেন। ভালো লাগবে।

তুলসী চা ঃ তুলসী গাছ বাংলার ঘরে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয়। ঈশ্বর আরাধনায়ও কাজে লাগে। এছাড়াও প্রাকৃতিক গুণাগুণে ভরপুর এই তুলসী পাতা। এই পাতায় আছে ইউজেনেল, সিট্রেনেলল এবং লিনালুল সহ উদ্বায়ী তেল। যা শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, জীবাণু নাশক, ছত্রাকনাশক গুণসম্পন্ন এই পাতা ভাইরাল জ্বর, মাথাব্যাথা, সর্দি, কাশি, ফ্লু বা গলা ব্যাথা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। তুলসী পাতা চা-এ খেতে পারেন অথবা পাতা ভালো করে পরিষ্কার জলে ধুরে চিবিয়ে খেলেও কার্যকরী হয়। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ তো নেবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু ঘরোয়া উপায় নিয়মিত ব্যবহার করলে সাইড এফেক্ট-এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সম্প্রীতি ও মৈত্রীর নাটক নিয়ে গণনাট্য

শুচিতা গুপ্ত ঃ কলকাতা গণনাট্যের ইসক্রা ও অঙ্গীকার শাখা যৌথভাবে সম্প্রতি এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে মুক্তাঙ্গন প্রেক্ষাগৃহে। নাটক, আবৃত্তি ও গান দিয়ে সাজানো হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। ইসক্রা শাখার শিল্পী অশোক দত্ত ও সঞ্চিতা ব্যানার্জী আবৃত্তি পরিবেশন করেন। আবার অঙ্গীকার শাখার বিপ্লব মুখার্জী ও ধনঞ্জয় সেনগুপ্ত আবৃত্তি করেন। অঙ্গীকার শাখার দুই প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অশোক ব্যানার্জী ও গণসঙ্গীত শিল্পী শিবাশিস ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্নিগ্ধা বিশ্বাস, শম্পা তালুকদার, শীর্ষক তালুকদার, সুমিতা ভট্টাচার্য, মণিমালা চৌধুরী ও তপতি (মুখার্জী) সেনগুপ্ত। ইসক্রা শাখার পক্ষে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন ব্রততী মণ্ডল।

ইন্দ্র হালদারের পরিচালনায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কালো ব্যাগ' নাটকটি পরিবেশন করেন ইসক্রা শাখার শিল্পীরা। অভিনয় করেন অশোক দত্ত, বিজয় সেনগুপ্ত, তরুন ব্যানার্জী, কমল দাস, সৌমেন দাস, ভীষ্ম হালদার, গোরা দত্ত ও সায়ক দেব। আবার দীপক ব্যানার্জীর পরিচালনায় শ্যামল ভট্টাচার্য রচিত 'ভারতবর্ষ' নাটকটি পরিবেশন করে অঙ্গীকার শাখা। অভিনয় করেন চুমকী (দত্ত) ব্যানার্জী, ত্রিপর্ণা, স্নিগ্ধা বিশ্বাস, সোহিনী চক্রবর্তী, উৎপল ব্যানার্জী, দেবাশীষ চৌধুরী, শিবাশিস ব্যানার্জী, ধনঞ্জয় সেনগুপ্ত, বিবেক মিত্র ও ঋষিকেশ। মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন সৌরভ পয়রা। আলো-প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়। দুটি নাটকই দর্শকদের মুগ্ধ করে।

যৌন আপ্যায়নে উষ্ণতার ছোঁয়া

অতিথি সেবায় নিজের স্ত্রীকে পাঠান স্বামী

বর্তমান দুনিয়ায় 'ওয়ারিক সোয়াপিং' কথাটা মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে। তবে ভারতের মাটিতে এই শব্দ যথার্থই নিষিদ্ধ। অফিসে পদোন্নতির জন্য অথবা নিজের ব্যবসার উন্নতির জন্য বস্‌কে খুশি করতে স্ত্রীকে ব্যবহার করেন বহু মানুষ। অনেক সময় স্ত্রীও মেনে নেন প্রাচুর্যতার লোভে অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাসে আপত্তি করে না। বিষয়টা অনেকটা মিউচ্যুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন জনগোষ্ঠী আছে, যারা আতিথ্যের জন্য নিজের স্ত্রীকে এগিয়ে দেন। হ্যাঁ। ঠিকই পড়ছেন। পশ্চিমী বিশ্বের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক হলেও আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব নামিবিয়ার কুনাইন প্রদেশের এটাই রীতি। আফ্রিকার হিস্টি টিভিতে এই হিম্বা উপজাতির যৌনতা সংক্রান্ত রীতি নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে। সেই তথ্যচিত্র অনুযায়ী হিম্বা উপজাতির স্বামীরা যৌন মিলনের জন্য স্ত্রীদের অতিথিদের ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

হিম্বা সমাজে মহিলাদের যথেষ্ট গুরুত্ব। পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অধিক শ্রম করেন। পশুপালন, ঘর পরিষ্কার, চাষআবাদ, শিশুদের দেখাশোনা তারাই করে। তাদের সমাজে একজন 'জৈবিক বাবার' পাশাপাশি সন্তানের একজন 'পালিত বাবা থাকেন। এই গোষ্ঠীর জীন পরীক্ষায় দেখা গেছে ৭০ শতাংশ হিম্বা পুরুষ অন্তত একটি অন্য পুরুষের ঔরষজাত সন্তান পালন করে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিম্বা মানুষ আজকের দিনে ধারাবাহিক ঐতিহ্য মেনে জীবন যাপন করে। হাজার হাজার বছর ধরে তারা এ ধরনের জীবনধারা বহন করে চলেছে।

যুদ্ধ সময়ের থিয়েটার

উদিতা গুপ্ত ঃ টোটাল থিয়েটারের উদ্যোগে ১৭ জানুয়ারী স্তানিস্লাভস্কির জন্মদিবসকে স্মরণ করে লেকটাউন মুক্তমঞ্চে এক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বিষয় 'যুদ্ধ সময়ের থিয়েটার'। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য পরিলক সমুদ্র গুহ এবং অধ্যাপক ড. শ্যামল চক্রবর্তী।

নেপোলিয়ানের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের যুদ্ধের আবহ নিয়ে বলেন সমুদ্র গুহ। তিনি এও বলেন, যুদ্ধ সবকিছুকে স্তব্ধ করতে পারে না। যুদ্ধ নাটককে নূতন ভাষা নিয়ে এসেছে। যুদ্ধ নাটককে কখনও শেষ করতে পারে না।

অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, কম বয়সে স্তানিস্লাভস্কি নাটকের স্কুলে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন। পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু পাশ করতে পারেননি। অথচ তিনিই নাটকের জগতে পরিবর্তন এনেছিলেন। নাটকের নতুন ভাষা তৈরি করেছিলেন। তিনি দাবি করেন, আজকের দিনে বিজ্ঞান সংস্কৃতি তৈরি করার দায় পড়েছে নাট্যকর্মীদের ওপর। যুদ্ধের আবহ তাকে ধ্বংস করতে পারে না বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে সেমিনার

উদিতা গুপ্ত ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে এক সেমিনারের আয়োজন হয় বাগুইআটির রেলপুকুর অঞ্চলে। ১৩ই জানুয়ারি এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব। সেমিনারের বিষয় ছিল 'বিজ্ঞানের পাঠক্রম থেকে ডারউইনবাদ, পর্যায় সারণী সহ মৌলিক বিষয়গুলো বাদ দেওয়া হল কোন লক্ষ্যে!' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জীবন ও জীবিকার জন্য বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার প্রসারে ২৩টি রাজ্যের ৪০টি বিজ্ঞান সংগঠনকে একত্র করে সাইকেল র‍্যালি ও পদযাত্রার মাধ্যমে জনবিজ্ঞান জাঠার উদ্যোগ নেয় বিজ্ঞান মঞ্চ। এই অভিযান চলবে ৭ই জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

অযোধ্যায় শ্রীরাম আর বাংলায় জয় জগন্নাথ

☛ *প্রথম পাতার পর*

গিয়েছিলাম। নিউ দীঘার কাছে বিশাল জগন্নাথ দেবের মন্দির তৈরির কাজ চলছে। আমরা ওল্ড দীঘা থেকে তালসারি যাচ্ছিলাম। গাড়ির চালক দীঘার বাসিন্দা। পেশায় ড্রাইভার। একটু আলাপপর্ব সেরে নিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পারলাম কীভাবে মন্দির তৈরির এলাহি কর্মকাণ্ড প্রবহমান। দিনরাত এক করে মন্দিরের কাজ এগিয়ে চলেছে। ড্রাইভার সাহেবের কথা অনুযায়ী মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ হতে খুব বেশি দিন সময় লাগবে না। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে মার্বেল পাথর সহ সরঞ্জাম আসছে। কাজ এগোচ্ছে জোরকদমে। তাহলে কী অযোধ্যায় শ্রীরাম আর বাংলায় জয় জগন্নাথ দেব! পরিপূরক হতে চলেছে? দেখা যাক। শেষ কোথায়!